Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১২ বৈশাখ ১৪৩৩

DU in Media

25 April 2026

## আজকের পত্রিকা

# শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই

সাক্ষাৎকার | এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম



এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে এক মাস পার করে ফেললেন অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। শিক্ষা-গবেষণা, প্রশাসনিক সংস্কার, ক্যাম্পাসের পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকটসহ নানা বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মো. বেলাল হোসেন।

**আজকের পত্রিকা:** উপাচার্য হিসেবে এক মাস পার করলেন। সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন কি?

**ওবায়দুল ইসলাম:** আমাদের অনেক পরিকল্পনা থাকে, অনেক কিছু করার ইচ্ছা থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সাধ্যের একটি সীমা আছে। আমি চাইলেই এক মাস বা দুই মাসের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে ফেলতে পারি না। দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমেই প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতি আনার চেষ্টা করেছি, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দ্রুত হয়। আমরা শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঁচ বছরমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করব।

**আজকের পত্রিকা:** আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কারিকুলাম উন্নয়নে আপনার কী পরিকল্পনা রয়েছে?

**ওবায়দুল ইসলাম:** বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী, তিন থেকে পাঁচ বছর পরপর কারিকুলাম পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করার বিধান রয়েছে। আমরা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের শেষ পর্যায়ে আছি এবং সামনে পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের দিকে এগোচ্ছি। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের শিক্ষাক্রমেও পরিবর্তন আনতে হয়। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে কিছু মৌলিক বিষয় থাকে, যেগুলো খুব বেশি পরিবর্তন করা যায় না। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আমরা নিয়মিতভাবে আধুনিক ও যুগোপযোগী বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করি। কারিকুলাম পর্যালোচনার সময় আমরা শুধু একাডেমিক বিষয় নয়, দেশ ও বিশ্বের শিল্প খাতের চাহিদাও বিবেচনায় রাখি। শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

**আজকের পত্রিকা:** বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিমাণ ও মান বাড়াতে আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে?

**ওবায়দুল ইসলাম:** গবেষণার মাধ্যমেই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং বলেন, অন্য অনেক অবস্থা সম্পর্কে বোঝা যায়। গবেষণার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বাজেট। বাস্তবতা হলো, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের প্রায় ৮৪ শতাংশই চলে যায় বেতন-ভাতায়। বাকি যে অংশ থাকে, তারও একটি বড় অংশ বিভাগীয় কার্যক্রম, খাতাপত্র, প্রশাসনিক ও আনুষঙ্গিক কাজে ব্যয় হয়। ফলে গবেষণার জন্য হাতে যে পরিমাণ অর্থ থাকে, তা খুবই সীমিত। এই সীমিত বাজেট দিয়ে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করা সত্যিই কঠিন। তবে আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে গবেষণার আগ্রহ ও সক্ষমতা আছে; অভাবে অনেক সময় তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এ জায়গায় পরিবর্তন আনতে হলে আমাদের বিকল্প অর্থায়নের উৎস খুঁজতে হবে, যেমন শিল্প খাতের সঙ্গে সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুদান এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা। পাশাপাশি সরকারের কাছ থেকেও গবেষণার জন্য আলাদা ও বাড়তি বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে।

**আজকের পত্রিকা:** আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন। অতীতে নিজের গণরুম অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এটিকে কীভাবে দেখেন?

**ওবায়দুল ইসলাম:** গণরুম শুধু না, আমি ফ্লোরিং করেছি, বেড শেয়ারিং করেছি, এমনকি মসজিদের পাশের রুমে ফ্লোরিং করেও থাকতে হয়েছে। সে সময়গুলো ছিল অনেক কষ্টের; কিন্তু একই সঙ্গে ছাত্রজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এখন পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু তা প্রত্যাশিত মাত্রায় নয়। বাস্তবতা হলো শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, বিভাগ বেড়েছে, ইনস্টিটিউট বেড়েছে; কিন্তু সেই অনুপাতে সুবিধা বাড়েনি। তাই আসলে পরিবর্তন শব্দটি আপেক্ষিক। কিছু উন্নতি হয়েছে, বিশেষ করে অটোমেশন ও লাইব্রেরি ব্যবস্থায় নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে এখনো অনেক পথ বাকি।

**আজকের পত্রিকা:** আপনার মেয়াদে কি এক আসন, এক শিক্ষার্থী নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হবে?

**ওবায়দুল ইসলাম:** আমি সরাসরি এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না। কারণ এর বাস্তবায়ন নির্ভর করে বাজেট, অবকাঠামো এবং পরিকল্পনার ওপর। তবে আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করে যেতে চাই। ইতিমধ্যে একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নয়টি হল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্র এবং চারটি ছাত্রীদের জন্য। এগুলো বাস্তবায়িত হলে আবাসন পরিস্থিতি অনেকটা উন্নত হবে।

**আজকের পত্রিকা:** বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর যারা হলে সিট পায় না,

**ওবায়দুল ইসলাম:** এটি তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানযোগ্য বিষয় নয়। আমাদের ইচ্ছা আছে অনেক কিছু করার; কিন্তু বাস্তবতা হলো আমরা সীমিত বাজেটের মধ্যে কাজ করি। যে বাজেট দেওয়া হয়, তা দিয়েই পরিচালনা করতে হয়। আমি একা ইচ্ছা করলেই সবকিছু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই আমরা ধাপে ধাপে কাজ করছি।

**আজকের পত্রিকা:** শিক্ষার্থীদের দাবি অনুযায়ী শিক্ষক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি কবে নাগাদ বাস্তবায়ন হতে পারে?

**ওবায়দুল ইসলাম:** শিক্ষক মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি এটিকে নীতিগতভাবে ইতিবাচক বলে মনে করি। তবে এর একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকতে হবে। যেমন: কীভাবে মূল্যায়ন হবে, কারা করবে, কীভাবে ফলাফল ব্যবহৃত হবে; এসব বিষয় পরিষ্কার না হলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আমি বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব। এ বিষয়ে অতীতে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা এগোয়নি। তবে আমি আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব এটি চালু করার জন্য।

**আজকের পত্রিকা:** বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক গতিশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে?

**ওবায়দুল ইসলাম:** আমরা প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতি আনার জন্য কাজ করছি। ফাইল প্রসেসিং, সেবা প্রদান এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে গতি আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা বলেছি, কোনো অফিসে কোনো ফাইল ৭২ ঘণ্টার বেশি আটকা থাকতে পারবে না।

**আজকের পত্রিকা:** বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাড়া করা বিআরটিসি বাসের ফিটনেস ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এটিকে কীভাবে দেখেছেন?

**ওবায়দুল ইসলাম:** একটি নির্দিষ্ট ডিপো বা সীমিত উৎস থেকে বাস নেওয়া হয়। এখন আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন ডিপো থেকে বাস সংগ্রহ করতে।

**আজকের পত্রিকা:** বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য কতটা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছে?

**ওবায়দুল ইসলাম:** পরিবেশ উন্নত হয়েছে; কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ও চাহিদা যেভাবে বাড়ছে, সেই অনুপাতে সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো যায়নি। তবে ইতিবাচক দিক হলো—ডিজিটালাইজেশন, কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং একাডেমিক কার্যক্রমে আধুনিকায়নের চেষ্টা চলছে।

**আজকের পত্রিকা:** ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার কী হবে?

**ওবায়দুল ইসলাম:** আমার সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার থাকবে শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। আবাসন সমস্যার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই। নতুন হল নির্মাণসহ বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এ সংকট কমানোর চেষ্টা করা হবে। যদিও এটি তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানযোগ্য নয়, তবে একটি পরিকল্পিত রোডম্যাপের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত অগ্রগতি নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা একটি বড় বিষয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি উন্মুক্ত ক্যাম্পাস হওয়ায় এখানে চ্যালেঞ্জ বেশি, তবে প্রক্টরিয়াল টিমকে আরও শক্তিশালী করা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে একটি নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই। বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমার অগ্রাধিকারগুলোর একটি।

**আজকের পত্রিকা:** আপনি নিজেই বলেছেন আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব হলে কী করবেন?

**ওবায়দুল ইসলাম:** যখন আমি এই চেয়ারে বসেছি, তখন আর কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, আমি একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। এই অবস্থান থেকে আমার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব

**এখন**

# টাইমস হায়ার এডুকেশনের এশিয়া র‍্যাংকিংয়ে যৌথভাবে দেশসেরা ঢাবি

এখন ডেস্ক ঢাকা
Published: 24 Apr 2026, 10:20 PM
Updated: 24 Apr 2026, 10:23 PM

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষা

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হাইয়ার এডুকেশন (টিএইচই) প্রকাশিত এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২৬-এ যৌথভাবে দেশসেরা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। সর্বশেষ প্রকাশিত এ র‍্যাংকিং অনুযায়ী, এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০০ ধাপ এগিয়ে ৩০১ থেকে ৩৫০ এর মধ্যে অবস্থান করছে। ২০২৫ সালের র‍্যাংকিং অনুযায়ী ঢাবির অবস্থান ছিল ৪০১ থেকে ৫০০-এর মধ্যে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হাইয়ার এডুকেশন (টিএইচই) প্রকাশিত এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২৬-এ যৌথভাবে দেশসেরা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। সর্বশেষ প্রকাশিত এ র‍্যাংকিং অনুযায়ী, এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০০ ধাপ এগিয়ে ৩০১ থেকে ৩৫০ এর মধ্যে অবস্থান করছে। ২০২৫ সালের র‍্যাংকিং অনুযায়ী ঢাবির অবস্থান ছিল ৪০১ থেকে ৫০০-এর মধ্যে।

গতকাল (বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল) প্রকাশিত এ র‍্যাংকিংয়ে এশিয়ার ৩৬টি দেশের মোট ৯২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে।

আজ (শুক্রবার, ২৪ এপ্রিল) ঢাবির জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, র‍্যাংকিংয়ের বিভিন্ন সূচকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির সার্বিক স্কোর গত বছর ছিলো ৩১.৫ থেকে ৩৪.৩। এ বছর তা বেড়ে ৩৮.৩ থেকে ৪০.১-এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া গবেষণার পরিবেশ সূচকে ১২.০ থেকে বেড়ে ১৫.৭, গবেষণার মান সূচকে ৫৮.৮ থেকে বেড়ে ৭৪.৩ এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সূচকে ২১.৪ থেকে বেড়ে ৩৩.২ হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অগ্রগতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগ জোরদারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করেছে।

র‍্যাংকিংয়ে সাফল্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, 'টাইমস হায়ার এডুকেশন এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। র‍্যাংকিংয়ে গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০০ ধাপ অগ্রগতি আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, গবেষণা-নির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক মান অর্জনের নিরলস কাজের স্বীকৃতি বহন করে।'

উপাচার্য বলেন, 'গবেষণার মান, গবেষণা পরিবেশ এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগ সূচকে বিশেষ যে উন্নতি হয়েছে, তা আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়। আমরা বিশ্বাস করি, এই ধারা অব্যাহত থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিগগিরই বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আরও সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে।'

তিনি বলেন, 'আমরা শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাবো।'

## সংগ্রাম

# ঢাবি সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

■ স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের উদ্যোগে 'বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশের ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়ে ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে। চীনের ২ জন শিক্ষার্থী এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। সনদপত্র প্রাপ্ত ২ জন শিক্ষার্থী হলেন হুয়াং মিংগাইন ও জিয়ং জিতিং।

গতকাল শুক্রবার সেন্টারের কার্যালয়ে আয়োজিত সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চীনা শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের এক্সিকিউটিভ ডেপুটি ডিরেক্টর ড. লি হোম এর সভাপতিত্বে সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ড. লিউ ইউয়িন এবং কোর্সের প্রশিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এ কাউসার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ওবায়দুল হক বক্তব্য রাখেন। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তুজা স্বাগত বক্তব্য দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, বাংলাদেশের ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করায় চীনা শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। তিনি চীনকে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য আবাসিক হল নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে চীন সহযোগিতা প্রদান করছে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, শিক্ষার্থীরা এই কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদারে ভূমিকা রাখবে।

## আলোকিত বাংলাদেশ

# ঢাবি সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

**আলোকিত ডেস্ক :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের উদ্যোগে 'বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশের ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়ে ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠান গতকাল শুক্রবার সেন্টারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, চীনের ২জন শিক্ষার্থী এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। সনদপত্র প্রাপ্ত ২জন শিক্ষার্থী হলেন- হুয়াং মিংগাইন (Huang Mingyang) ও জিয়ং জিতিং (Xiong Ziting)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চীনা শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের এক্সিকিউটিভ ডেপুটি ডিরেক্টর ড. লি হোম (Dr. Li Hongmei)-এর সভাপতিত্বে সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ড. লিউ ইউয়িন (Dr. Liu Yuyin) এবং কোর্সের প্রশিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. এমএ কাউসার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ওবায়দুল হক বক্তব্য রাখেন। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তুজা স্বাগত বক্তব্য দেন। সূত্র: সংবাদ বিজ্ঞপ্তি